অদ্বৈত-বাদ

(শঙ্কর বেদান্তের বিস্তৃত ব্যাখ্যা)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্ত ও উপনিষদের অধ্যাপক, এবং
"উপনিষদের উপদেশ", প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ও ইংরাজী
অদ্বৈত-বাদ প্রভৃতি প্রণেতা—
এবং কুচবিহার মহারাজের সভা পণ্ডিত—

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন,
এম্.এ. প্রণীত

সংস্কৃত বুক ডিপো

২৮/১, বিধান সরণী ★ কলকাতা-৭০০ ০০৬

বিষয়সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

প্রাণ-স্পন্দন।—ব্রহ্ম ও তাঁহার স্বরূপ।

বস্তু ও জীবের স্বরূপ বা স্বভাব। উহা প্রত্যেকের নিজস্ব।—প্রাণ-স্পন্দন এবং উহার ত্রিবিধ অবস্থাভেদ—আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক।—এই প্রাণস্পন্দন সকল বস্তু ও জীবকে পরস্পর সম্বন্ধে আনিয়াছে এবং উহাই সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া-গুণাদির অভিব্যক্তির হেতু।—জীব-বর্গ, আপন স্বরূপানুযায়ী, এই প্রাণ-স্পন্দন হইতে স্ব স্ব দেহেন্দ্রিয়াদি নির্ম্মাণ করে।—এই প্রাণ-স্পন্দন, ব্রহ্ম সংকল্প দ্বারা সৃষ্ট।—ভেদাভেদ-বাদ বা Pantheism মত—যাহা 'এক' তাহাই 'অনেক' নাম-রূপাদি আকার ধারণ করিয়াছে—এই ভেদাভেদ-বাদের খণ্ডন—(১) এই 'একত্ব', বুদ্ধিকল্পিত (Conceptual)—ইহা সমষ্টিভাবে এক (Mere unity of collection)—নাম-রূপাদি হইতে ইহার কোন স্বতন্ত্র বাস্তব সত্তা নাই।—ব্রহ্মের বা জীবের স্বরূপ-গত একত্ব এপ্রকার নহে।—(২) 'এক' ও 'অনেক' উভয়ই একদা সত্য নহে। যাহা অনেক, তাহা একেরই পরিচায়ক মাত্র; কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে।—(৩) জগৎ বা জীবকে ব্রহ্মের 'অংশ' বা অবয়ব (Parts) বলা যায় না—(৪) এ মতে, পৃথিবী হইতে সকল ভেদ বিলুপ্ত হইয়া উঠিবে।—(৫) বহূত্বপূর্ণ জগৎকে অসত্য বলিয়া বিলুপ্ত করিয়া ব্রহ্মের একত্ব স্থাপন অসম্ভব—কেন না, তাহা হইলে এই জগৎই ব্রহ্ম হইয়া উঠে। (৬) যাহার যাহা 'স্বভাব' তাহা অবস্থাভেদের মধ্যে নিজকে হারায় না—(৭) জড়, চেতনের প্রয়োজন সাধন করে; উহার নিজের কোন সত্তা বা প্রয়োজন নাই—(৮) গুণ-ক্রিয়াদি বিকার, ব্রহ্মের 'কর্ম্ম'-স্থানীয়। কর্ত্তা ও কর্ম্ম এক হইতে পারে না—(৯) জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থা—বিকৃতাবস্থা। সুষুপ্তাবস্থা দ্বারা ব্রহ্ম বা জীবের স্বতন্ত্র স্বরূপ প্রমাণিত হয়—(১০) সমুদ্রজল ও তদুৎপন্ন বীচি-ফেনাদি দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য—(১১) রেখার সাহায্যে অক্ষরের স্বরূপ বুঝা যায়; কিন্তু অক্ষরই রেখা হইয়া উঠে, না—(১২) জগৎকে জানিলেই জানিবার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। এতদ্ দ্বারা ব্রহ্মের স্বতন্ত্র স্বরূপ প্রমাণিত

হয়। —নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম—নির্গুণ ব্রহ্ম জগতের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত বা শূন্য নহে—'সদ্‌ব্রহ্ম' বা ঈশ্বর কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে। উহাকে 'অন্য' বলিয়া মনে করা ভ্রম—নির্গুণের স্বরূপ, বিকারবর্গে অনুপ্রবিষ্ট ও অভিব্যক্ত—নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ ও সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার মূল-প্রেরক; জগতের 'সংহত' নাম-রূপগুলি ব্রহ্ম দ্বারাই সংহত; সুতরাং ব্রহ্মের স্বতন্ত্রতা ও প্রেরকতা সিদ্ধ হয়—ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ; জগৎ তাঁহারই ঐশ্বর্য্য। (পৃঃ ১—৫২)